

সম্পাদকের কথা

সবাইকে শুভেচ্ছা। সবার সহযোগিতায় নরসিংদী সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের সোনালী প্রভাত সিআরসি থেকে তৃতীয় বারের মতো আমরা গণকেন্দ্রের সদস্যরা আমাদের পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যাটি প্রকাশ করছি। এবারের সংখ্যায় রয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কবিতা, ছড়া ও গল্প। সবার কাছ থেকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনেক ধরণের লেখা আশা করছি। তবেই আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব আগামী সংখ্যাগুলো। সবাই ভালো থাকুন।

আমাদের পত্রিকা

ফেব্রুয়ারি-২০১৩ইং

রাষ্ট্র ভাষা

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। এই দেশের

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে সংগ্রাম। বাংলাদেশের মানুষেরা দাবি করেছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য। ফলে বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে মার্চ মাসে ঢাকার সভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দেয়। তখনই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার ছেলেরা আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে চরম আকারে আন্দোলন শুরু হয়। সেই দিন সারা দেশে পথ-ঘাট রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই বলে পোস্টারে ছাপিয়ে দেয়। ৫২'র ভাষা আন্দোলনের জন্য এদেশের অনেক ছেলেরা জীবন দেয় এবং আরো অনেকে আহত হয়। রফিক, ছালাম, বরকত, জব্বার সহ নাম না জানা আরোও অনেকে এই দিনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তাই তাঁদের স্মরণীয় দিন ২১শে ফেব্রুয়ারি বলে শহীদ দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। ভাষা আন্দোলনে বীর শহীদেদেরা যেখানে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল সেখানে শহীদ মিনার নামে এক স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে উঠেছে, প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারির দিন শহীদ মিনারে গিয়ে ফুল দিয়ে শহীদদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তারা মরে গিয়েও সবার অন্তরে চির অমর হয়ে আছেন।

ইভা আক্তার
বিকশিত গণকেন্দ্র।

প্রশ্নে

রাষ্ট্র ভাষা

“রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই”
গর্জে উঠল বোনের ভাই।
রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত
দেখিয়ে দিল তাদের হিম্মত।
কেড়ে নিতে দেয়নি মাতৃভাষা
তাই তোমাদের প্রতি জাতির ভালোবাসা।

উম্মে হানি পলি
বিকশিত গণকেন্দ্র।

মাতৃভাষা

বাংলা মোদের মাতৃভাষা
করবে বলে দিয়েছিল আশা
সে আশা করেছে পূর্ণ
ধন্য তারাই ধন্য।

উম্মে হানি পলি
বিকশিত গণকেন্দ্র।

লাল গোলাপ

একুশ আমার মায়ের ভাষা
একুশ প্রাণের গান।
একুশ আমার বাংলা মায়ের
রেখেছে মান।
একুশ হলো রক্তে ভেজা
রসিন গোলাপ।
একুশ দামাল ছেলের
শক্তিশালী প্রতিবাদ।

একুশ এলে কেন যে
মনটা হয় আকুল
একুশ আমার বাংলা মায়ের
রসিন গোলাপ ফুল।

মো. শফিকুল ইসলাম
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র

বাংলা ভাষা

অন্তরের ভাষা মনের ভাষা
আমার এই বাংলা ভাষা
এই ভাষাতেই কথা বলে
জুড়ায় মনের আশা
এই ভাষাতে পড়তে পারি
এই ভাষাতে লিখি
এই ভাষাতেই মাকে আমি
মা বলে ডাকি।

স্বপ্না আক্তার
বিকশিত সিআরসি।

সেই দিন

বাংলা ভাষার দাবিতে সেই দিন
শহীদ হয়েছিল হাজার ভাই।
এটাই দাবি ছিল
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।
রাজ পথে ভাসছিল
হাজার শহীদেদের রক্ত
সেই দিন কণ্ঠে কাতর ছিল
বাংলা ভাষার ভক্ত।
প্রাণ হারিয়ে ছিল শহীদ গণ
ভারাক্রান্ত হয়েছিল বাঙ্গালীদের মন
হঠাৎ জেগে উঠল গভীর আলোড়ন
আমরা ফিরে পেলাম মায়ের এ ভাষা
পূরণ হয়েছিল বাঙ্গালীদের আশা।

আশা মনি আক্তার
আন্দন নগর গণকেন্দ্র।

একুশ তুমি

একুশ তুমি মোদের ভাইয়ের
রক্ত শ্রোতে গড়া,
ধন্য তারা তোমার তরে
জীবন বাজি রেখেছে যারা ॥
তুমি মোদের হৃদয়ে জাগাও
সুখ-দুঃখের অনুভূতির শিহরণ,
মরেও অমর রয়েছে তারা
যারা তোমার জন্য
দিয়েছে জীবন ॥

তাহমিনা আক্তার
বিকশিত সিআরসি।

ভাষা শহীদেদের স্মরণে

কে কে যাবি, শহীদ ভাইদের
সালাম দিতে ছুটে আয়,
হাত ভর্তি ফুলের ডালি
যে যে যাবি, নিয়ে আয়।
আজ নিশিখে উঠবে জেগে
শত শত শহীদ ভাই,
যুমিয়ে পড়া দামাল ছেলে
আর থাকিসনে বসে তাই।
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে,
জাগালো যারা আশা
তাদের প্রতিদানে মোরা
পেলাম মায়ের ভাষা।
কে কে যাবি সালাম দিতে
শহীদ মিনারে ছুটে আয়,
দৃঢ় হাতে শপথ নেব
ভাষার মান রাখব সবাই।

মো. ইসমাইল
রজনীগন্ধা গণকেন্দ্র।



মিষ্টি ভাষা

প্রাণের ভাষা মনের ভাষা
সেই মোদের বাংলা ভাষা
মনের কথা প্রকাশ করি।
মহা আনন্দে পাঠ্য পড়ি।
গাঁও গেরামের মানুষেরা
মিষ্টি ভাষা পাইল তারা
সালাম জব্বার রফিক ভাইরা
২১শে রক্ত দিল তারা।
এই রক্তের বিনিময়ে
মধুর ভাষা আনল ছিনিয়ে।
২১শে ফেব্রুয়ারি
আমরা সবাই স্মরণ করি।

মো: ফজলুর রহমান (টুটল)
চাঁদের হাট গণকেন্দ্র।

একুশ মানে

একুশ মানে ভাষার জন্য
বিলিয়ে দেওয়া প্রাণ,
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই
এর ঝাঁঝালো শ্লোগান।
একুশ মানে মায়ের আঁচলে
স্নেহের শীতল আঁচ।
একুশ মানে মাটির প্রতি
মনের গভীর টান।

শিউলী আক্তার
পাপড়ী গণকেন্দ্র।

একুশের দাতি

একুশে ফেব্রুয়ারি নয় শুধু সুখের দিন
এতে লুকিয়ে আছে হাজার দুঃখের দিন।
ভাষা আন্দোলনে একটাই ছিল কথা
নিচু করব না আমাদের মাথা।
বিনিময়ে চেলে দেব বুকের তাজা রক্ত
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই তবুও বাঙ্গালীর ভক্ত।

বৃথী আক্তার
আন্দন নগর গণকেন্দ্র।

ফেব্রুয়ারি

আয়রে তোরা সবাই মিলে
আয়রে ছুটে আয় না,
প্রভাত ফেরীর সময় হল
আর যে দেবী সয় না।
গাইব মোরা ভাষার গান
করব তাদের স্মরণ
বাংলা ভাষা আনতে যারা
করল মৃত্যু বরণ।
যারা রাখলো বাংলার মান
তাদের জানাই হাজার সালাম।

সৈয়দা ফাহিমদা আক্তার
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র।

